**7ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ-**

**সাতই মার্চের ভাষণ** ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের [৭ই মার্চ](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A7%AD%E0%A6%87_%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9A%22%20%5Co%20%22%E0%A7%AD%E0%A6%87%20%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9A) [ঢাকার](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE) রমনায় অবস্থিত [রেসকোর্স ময়দানে](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B8%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B8_%E0%A6%AE%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%A8) (বর্তমান [সোহরাওয়ার্দী উদ্যান](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B8%E0%A7%8B%E0%A6%B9%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%93%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%80_%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8)) অনুষ্ঠিত জনসভায় [শেখ মুজিবুর রহমান](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%96_%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%81%E0%A6%B0_%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8) কর্তৃক প্রদত্ত এক ঐতিহাসিক ভাষণ।

তিনি উক্ত ভাষণ বিকেল ২টা ৪৫ মিনিটে শুরু করে বিকেল ৩টা ৩ মিনিটে শেষ করেন। উক্ত ভাষণ ১৮ মিনিট স্থায়ী হয়।[[১]](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%87_%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B0_%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B7%E0%A6%A3%22%20%5Cl%20%22cite_note-ReferenceA-1) এই ভাষণে তিনি তৎকালীন [পূর্ব পাকিস্তানের](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AA%E0%A7%82%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC_%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%A8) (বর্তমানে বাংলাদেশ) বাঙালিদেরকে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হওয়ার আহ্বান জানান। এই ভাষণের একটি লিখিত ভাষ্য অচিরেই বিতরণ করা হয়েছিল। এটি [তাজউদ্দীন আহমদ](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%80%E0%A6%A8_%E0%A6%86%E0%A6%B9%E0%A6%AE%E0%A6%A6) কর্তৃক কিছু পরিমার্জিত হয়েছিল। পরিমার্জনার মূল উদ্দেশ্য ছিল সামরিক আইন প্রত্যাহার এবং নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবীটির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা।[[১]](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%87_%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B0_%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B7%E0%A6%A3%22%20%5Cl%20%22cite_note-ReferenceA-1) ১২টি ভাষায় ভাষণটি অনুবাদ করা হয়৷ *নিউজউইক* ম্যাগাজিন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাজনীতির কবি হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। ২০১৭ সালের ৩০ শে অক্টোবর ইউনেস্কো এই ভাষণকে ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

**স্বীকৃতি ও প্রতিক্রিয়াঃ**

২০১৭ সালের ৩০শে অক্টোবরে [ইউনেস্কো](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%8B%22%20%5Co%20%22%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%8B) ৭ই মার্চের ভাষণকে "ডকুমেন্টারি হেরিটেজ" (বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য) হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। এই ভাষণটি সহ মোট ৭৭ টি গুরুত্বপুর্ণ নথিকে একইসাথে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ইউনেস্কো পুরো বিশ্বের গুরুত্বপুর্ণ দলিলকে সংরক্ষিত করে থাকে। ‘মেমোরি অফ দ্য ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্টারে (এমওডব্লিউ) ’ ৭ মার্চের ভাষণসহ এখন পর্যন্ত ৫২৭ টি গুরুত্বপূর্ণ নথি সংগৃহীত হয়েছে।[[৫]](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%87_%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B0_%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B7%E0%A6%A3#cite_note-5)

এর প্রতিক্রিয়ায়

[প্রধানমন্ত্রী](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%AE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80) [শেখ হাসিনা](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%96_%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BE%22%20%5Co%20%22%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%96%20%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BE) একে ‘ইতিহাসের প্রতিশোধ’ হিসেবে তুলনা করেছেন। কারণ স্বাধীন দেশে দীর্ঘসময় এই ভাষণের প্রচার নিষিদ্ধ ছিল।[[৬]](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%87_%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B0_%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B7%E0%A6%A3%22%20%5Cl%20%22cite_note-6)

[শাবিপ্রবির](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A6%BF) শিক্ষক [জাফর ইকবাল](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%AB%E0%A6%B0_%E0%A6%87%E0%A6%95%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B2%22%20%5Co%20%22%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%AB%E0%A6%B0%20%E0%A6%87%E0%A6%95%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B2) প্রতিক্রিয়ায় বলেন,

বঙ্গবন্ধু নয় বরং ইউনেস্কোই এই ভাষণকে স্বীকৃতি দিয়ে সম্মানিত হয়েছে। কারণ এখন তাদের কাছে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষণটি আছে, এমনটা তারা বলতে পারবে।[[৭]](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%87_%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B0_%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B7%E0%A6%A3#cite_note-7)

সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী [তোফায়েল আহমেদ](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%A4%E0%A7%8B%E0%A6%AB%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A7%87%E0%A6%B2_%E0%A6%86%E0%A6%B9%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%A6%22%20%5Co%20%22%E0%A6%A4%E0%A7%8B%E0%A6%AB%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A7%87%E0%A6%B2%20%E0%A6%86%E0%A6%B9%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%A6) সচিবালয়ে প্রতিক্রিয়ায় বলেন,

"[শেখ মুজিবুর রহমান](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%96_%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%81%E0%A6%B0_%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%22%20%5Co%20%22%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%96%20%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%81%E0%A6%B0%20%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8) অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে ওই ভাষণ দিয়েছিলেন। একদিকে তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা দেন, অন্যদিকে তাকে যেন বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসেবে অভিহিত করা না হয়, সেদিকেও তাঁর সতর্ক দৃষ্টি ছিল৷ তিনি পাকিস্তান ভাঙার দায়িত্ব নেননি৷ তার এই সতর্ক কৌশলের কারণেই ইয়াহিয়া খানের নির্দেশে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী এই জনসভার ওপর হামলা করার প্রস্তুতি নিলেও তা করতে পারেনি৷

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর এক [গোয়েন্দা](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%97%E0%A7%8B%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%BE%22%20%5Co%20%22%E0%A6%97%E0%A7%8B%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%BE) প্রতিবেদনেও শেখ মুজিবকে ‘চতুর' হিসেবে উল্লেখ করা হয়৷ প্রতিবেদনে এক গোয়েন্দা কর্মকর্তা বলেন,

শেখ মুজিব কৌশলে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে গেলো, কিন্তু আমরা কিছুই করতে পারলাম না৷

**মোঃ সাখাওয়াত হোসেন**

**প্রভাষক**

**ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ**

**আগানগর ডিগ্রি কলেজ,**

**বরুড়া, কুমিল্লা।**

**(সূত্রঃ অনলাইন ডেস্ক )**